শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা কেন

সমাজ | মমতাজ লতিফ

শিক্ষাবিদ

১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন, পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তানের জেল থেকে ফেরত আসা বঙ্গবন্ধু একসঙ্গে শত শত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। এমনকি বৈরী, পাকিস্তানপন্থি প্রশাসন কাঠামোর মধ্য দিয়ে '৭১-এর বাঙালি যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু করেছেন, ৩৭ হাজার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী গ্রেফতার হয়েছে, এমন একটি সময়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বঙ্গবন্ধু '৭২-এর সংবিধানে সারাদেশে সব শিশুর জন্য একধারার বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে '৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন গঠন করেন এবং কমিশনের রিপোর্ট, শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত নির্দেশাবলি, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ প্রস্তুত হয় বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৭৬ সালে। তবে উল্লেখ্য, এই কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট অনুসারে সব বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নির্দেশনা সংবলিত ডিটেইল রিপোর্ট প্রণীত হয়। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনোরকম জটিলতা বা বাধার সম্মুখীন তদানীন্তন এনসিটিবিকে হতে হয়নি। শুধু মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ও ভূমিকা যোগ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর '৭৬ সালে কুদরাত-এ-খুদা রিপোর্ট সম্পন্ন হলে এর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজ তখনই শুরু করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ওই সময় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সরকার বা পাকিস্তানপন্থিদের মাথাব্যথা করতে দেখিনি, তখন পুরনো পাঠ্যপুস্তকগুলো সারাদেশে প্রচলিত ছিল। '৮১ সালে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উদ্যোগে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, এর আধুনিকীকরণ, যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সেটির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ''ন্যাশনাল কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' গঠন করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এখানে কারা শিক্ষাক্রম নিয়ে কাজ করবে, সেটি নির্ধারণ করার, সংস্কার ও উন্নয়ন করার যোগ্যতা হিসেবে লেখালেখি করেছে, এমন ব্যক্তিদের মূলত সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় যুক্ত ব্যক্তিদের ডেপুটেশনে এনে এ প্রতিষ্ঠানে সূচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ উদ্যোগটি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইআরের পরিচালক পদ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে যুগ্ম সচিব পদে কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডক্টরস সেলিমের ছিল বলে মনে হয়। কেননা, আমলাদের পক্ষে এ ধরনের টেকনিক্যাল চিন্তা সম্ভব ছিল না। এ প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবই ও অন্যান্য লেখালেখির সুবাদে আমার যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষাক্রম ভবিষ্যতে মৌলবাদীদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সেটি কল্পনা করিনি। আজ এ মুহূর্তে আমরা কওমি মাদ্রাসার রক্ষক হেফাজত ইসলামের দ্বারা দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে সাধারণ শিক্ষাধারা সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে প্রচলিত আছে, তার ওপর মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার হুমকি সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যা ১৯৮১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কেউ, এমনকি সেই সময়ের যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত ইসলামী, মৌলবাদী জেএমবি বা অন্য কোনো দলও এ সম্পর্কে মোটেও আগ্রহ দেখায়নি। তাদের সবার একই লক্ষ্য ছিল, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত, পরিবর্তিত না করা। সে কারণে যদিও সরকারি ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো সরকারি এনসিটিবির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পাঠদানে বাধ্য হলেও দেখা গেছে, কোনো কোনো মাদ্রাসায় মওদুদীবাদ, গোলাম আযমের বই, সাঈদীর ওয়াজ নছিয়ত, জিহাদিবাদ ইত্যাদি পড়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা আহমদ শফীকে আহ্বায়ক করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেটের মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যেটি হেফাজতে ইসলামের নেতাসহ কিছু কওমি মাদ্রাসার নামে সুবিধাভোগী নেতার বিরোধিতার কারণে সেটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বিপরীতে আজ জনগণ দেখতে পাচ্ছে– যেখানে প্রাচীন, জিহাদি শিক্ষায় পূর্ণ, মাদ্রাসা শিক্ষার হাতে বন্দি প্রধানত লাখ লাখ দরিদ্রের সন্তান আধুনিক শিক্ষা লাভ করে উন্নত আয়-উপার্জনের ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারছে না; বরং সেখানে অনাধুনিক প্রাচীন চিন্তা, সাম্প্রদায়িক, অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত কওমি মাদ্রাসার রক্ষক হেফাজতে ইসলাম দেশের সংবিধানসম্মত, সব শিশুর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সাধারণ যে শিক্ষাধারাটি প্রচলিত আছে, যা কোটি কোটি শিশু গ্রহণ করে আধুনিক, উন্নত শিক্ষাভিত্তিক পেশায় প্রবেশ করছে, সেই অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক শিক্ষায় পরিণত করার দাবি জানিয়েছে!

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের কঠোর আন্দোলনের হুমকিকে বিবেচনা করে সরকারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি কমিটি– ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর প্রাইমারি এবং অপরটি ফর সেকেন্ডারি-হেফাজতের দেওয়া সাধারণ শিক্ষাধারায় ২৯টি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত ও বাদ দেওয়ার তালিকা অনুসরণ করে ১৯১৭ সালে ব্যবহারের জন্য এনসিটিবি'কে দিয়েছে, যা এনসিটিবি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, এনসিটিবিতেও জামায়াত-বিএনপি-হেফাজতপন্থি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। কথা হচ্ছে, আমলানির্ভর উপরোক্ত দুটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির আমলা সদস্যরা হেফাজতের দেওয়া তালিকাটি গ্রহণ করেছে অথচ ওই কমিটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বাইরের সদস্য যেমন মো. আকতারুজ্জামান, সেলিনা হোসেন জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তারা কিছুই জানতেন না। এ ছাড়াও পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ১৩ জন বাংলা পাঠ্যবইয়ের সম্পাদক, সংকলক জানিয়েছেন, তারা ওই তালিকার বিষয়গুলো কর্তন বা বর্জন করা সম্পর্কে কিছুই জানেন না!

হেফাজতে ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে দেখা যায়, তাদের মতে– সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষায় হিন্দুত্ববাদ, দেব-দেবীর কথা শেখানো হচ্ছে। যার ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট পরিমাণ মুসলমান হতে পারছে না! আরও হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, সরকারি মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের ভূমিকায় চেয়ারম্যানের নাম লেখা হয়নি, যেহেতু তিনি হিন্দু! শুধু চেয়ারম্যান, এনসিটিবি লেখা হয়েছে।

পাঠক স্মরণ করুন, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী '৭১ সালে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি, হিন্দু-মুসলিম, সব ধর্মের সংস্কৃতি চর্চাকে ইসলাম ধ্বংসের উপাদান বলে এই একই রকম বক্তব্যে দিয়েছিল! সেই সময় পাকিস্তানকে জামায়াত নেতারা ইসলামের রক্ষক, ইসলামের ঘর বলেছিল। আজ সেখানে কী ধরনের ধ্বংসলীলা মুসলমানরা মুসলমানের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে তা লক্ষ্য করুন।

আরও স্মরণ করুন, ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির পরপর গণজাগরণ মঞ্চের আবির্ভাবের পর হেফাজতে ইসলাম চরম রাষ্ট্রবিধ্বংসী আগুন, লুটপাট, হত্যা, অর্থ লেনদেনের সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে বর্তমান মুক্তিযুদ্ধপন্থি মহাজোট সরকারের পতনকে বাস্তবায়ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল!

এক কথায়, হেফাজতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক প্রেতাত্মা আবারও আবির্ভূত হলো এই সাধারণ শিক্ষাকে জিহাদি সাম্প্রদায়িক শিক্ষার দাবির মাধ্যমে। সুর, অসুরের লড়াই চলছে, চলবে।

প্রধানমন্ত্রীকে বলব, হেফাজতের ১৩ দফা দাবি পত্রিকায় ছাপানো হলে, সংসদে আলোচনা হলে জনগণ এদের চরম মিথ্যা অভিযোগ ও দৃষ্টতাপূর্ণ দাবির যথাযোগ্য উত্তর দিত। এদের ভোট নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, এদের অধিকাংশই আপনার দলকে কখনও ভোট দেয়নি, দেবে না।